সুনান আদ-দারাকুতনী

হাদিস নাম্বারঃ ৮২২

২. ঋতুস্রাব (كتاب الحيض)

পরিচ্ছেদঃ ১. ইসতিহাযা (রক্তপ্রদরের রোগিণী)

আরবী

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : " أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلاَثٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، وَدَمُ الْحَيْضِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةً ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ ، فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلاَةِ فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَإِنْ قَطَرَ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ " . وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَالْعَلاَءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا

বাংলা

৮২২(৬০). আবু আমর উসমান ইবনে আহমাদ ইবনুস সিমাক (রহঃ) ... আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও যুবতী মহিলার হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। কেউ দশ দিনের বেশী রক্ত দেখলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী! সে তার মাসিক ঋতুর স্বাভাবিক মেয়াদের (পরও রক্ত দেখলে) নামায পড়বে। হায়েযের রক্ত কেবল গাঢ় কালো যার উপর লাল রং ভেসে উঠে। ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা যার উপর পীত রং ভেসে উঠে। নামাযের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে সে তুলা ব্যবহার করবে, এরপরও রক্ত প্রকাশ পেলে অন্য জিনিস ব্যবহার করবে। রক্ত নামাযের মধ্যে প্রবল (বেশী ক্ষরণ) হলে, নামায ছেড়ে দিবে না, এমনকি রক্তের ফোটা পতিত হলেও। তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে এবং সে রোযা রাখবে (তাবারানী)।

এই আবদুল মালেক অজ্ঞাত ব্যক্তি। আল-আলা হলেন কাছীরের পুত্র। তিনিও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আর মাকহুল

(রহঃ) আবু উমামা (রাঃ) থেকে কোন কিছু শ্রবণ করেননি।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ আবূ উমামাহ্ বাহিলী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=80611

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন